Iü å¾çdK²ç³i P± bháoÅ ofábhá oÂ³f¶èdõX, AfY²ç³f fè³f¨ç³i ³fçhKï²n¸ç³iöY² chý

এক দিন এক ধর্ম সভায়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন "আজকাল একটি কথা চালু হয়ে গেছে , এবং সকলে এই কথাটা স্বীকার করে থাকে যে , পৌত্তলিকতা অন্যায় , আমিও ঐরুপ এক সময়ে ভাবতাম , এবং এর শাস্তি স্বরুপ , আমাকে এমোন এক জনের পদতলে বসে শিক্ষা লাভ করতে হয়েছিল , যিনি পুতুল পূজা হতে সব পেয়েছিলেন | আমি রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কথা বলছি |

শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈরাজি ১৮৩৬ সালের ১৭ঈ ফেব্রুআরি , শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে , বুধবার হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে অবতীর্ণ হন | তার পিতা ছিলেন , ক্ষুদিরাম চট্টোপধ্য়ায় , মাতা চন্দ্রমণী দেবী ,

শ্রী রামকৃষ্ণের পার্ষদ সর্বত্য়াগী সন্ন্য়াসী স্বামী সারদানন্দ তার শ্রী শ্রী লীলাপ্রসংগ গ্রন্থে , অবতার গুরুদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে বলেছেন , "যে দুঃখঃ দারিদ্রে সন্তোষের সরলতা নেই , যে অসচ্ছল সংসারে , নিঃস্বার্থতা ও প্রেম নেই , যে দরিদ্র পিতা মাতার হ্রিদয়ে ত্য়াগ পবিত্রতা ও কঠোর মনুষ্বত্তের সহিত কোমল দয়া দাক্ষিণাদি ভাব সমূহের মধুর সামঞ্জস্য় নেই , সেই স্থানে কখনো তারা জন্মগ্রহণ করেন না | সংসারের সুখ ভোগের বঞ্চিত দরিদ্র ব্য়ক্তি ঈশ্বরে ও তাঁহার বিধানকে জীবনের প্রধান অবলম্বন রুপে সর্বদা দৃঢালিংগন করে থাকে , এই যন্ন্য় -ই, জগত গুরু মহাপুরুষগণ জন্ম পরিগ্রহন কালে , দরিদ্র পরিবারে ই , আকৃষ্ট হয়ে থাকেন |

গয়ায়ে গদাধর দর্শন করে পুত্র সন্তান লাভ হওয়ায় , মাতা পিতা নাম রেখেছিলেন গদাধর | কিন্তু আদর করে সকলেই গদাই বলে ড়াকতেন , শৈশব ও বাল্য় কালে নানা দিব্য় ভাব ও সুলক্ষণ দেখা যায় বালকের মধ্যে ,

শ্রী শ্রী ঠাকুর নিজে বলেছেন , "সেটা জ্য়ষ্ঠ কি আষাঢ মাস হবে আমার বয়স ছয় কী সাত বছর, আমি সকালবেলা .. মুড়ি নিএ আলপথে খেতে খেতে যাছি , আকাশে একখানা সুন্দর জলভরা মেঘ উঠেছে , তাই দেখছি আর খাছি , দেখতে দেখতে মেঘখানা আকাশ প্রায় ছেয়ে ফেলেছে , এক ঝাঁক সাদা ...বক ঐ কালো মেঘের কোন দিয়ে উড়ে যেতে লাগল , ...দেখতে দেখতে অপূর্বভাবে তন্ময় হোয়ে এমোন একটা অবস্থা হোলো , যে আর কোনো হুস রো-ইল না | পড়ে গেলুম , ... লোকে ধরাধরি কোরে বাড়ি নিয়ে এসেছিলো , সেই প্রথম ভাবে বেহুশ হোয়ে যাই |"

কিশোর বয়সে শ্রীশ্রী ঠাকুর সাধু সন্য়াসী দর্শনে খুব আনন্দিত হোতেন , মাটি দিয়ে নানা দেব দবীর সুন্দর সুন্দর প্রতিমা গড়ে পূজ পুজ খেলা করতেন | জগন্নাথ ক্ষেত্র পূরী যাবার পথে বা পূরী হতে ফিরবার পথে , অনেক সাধু সন্ন্য়াসী বৈরাগী কামারপুকুরের রাস্তার ধারে পান্থনিবাসে আশ্রয় নিতেন | আর বালক গদাধর তাদের সান্নিধ লাভ করে , তাদের সংগে মেলা মেশা করে আনন্দে বিভোর হয়ে যেতেন | কোনো দিন সারা গাএ বিভূতি মেখে , কোনো দিন তিলক ধারণ করে, আবার কোনো দিন বা নিজ পরিধেয় বস্ত্র চ্ছিন্ন করে , সাধুদিগের ন্য়ায় কৌপীন ও বহির্বাস পরে ঘরে ফিরে মাকে দেখাতেন আর বলতেন, "মা আমাকে সাধুরা কেমন সাজিয়ে দিয়াছে দেখ ,"

গদাধর রামায়ণ গান , মহাভারত , পুঁথি ও পুরাণ পাঠ শুনতে খুব ভালবাসতেন , আর অতি সুমধুর স্বরে নেজেও যথাযথ ভাবে পাঠ করে গ্রামের সকলকে আনন্দ দিতেন | লীলা প্রসংগে উল্লেখ আছে গ্রামের জমিদার লাহা বাবুর বাটিতে , কোনো বিষেশ শ্রাদ্ধ বাসরে এক মহতী পন্ডিত সভা আহূত হয়েছিল এবং পন্ডিত গণ ধর্ম বিষয়ক কোনো জটিল প্রশ্নের সম্মুখে বাদানুবাদ করে করে কোনো সুমীমাংসাএ উপনীত হতে পারছিলন না | বালক গদাধর তখন ঐখানে উপস্থিত হয়ে , ঐ বিষয়ে এমোন সুমীমাংসা করে দিয়াছিলেন , যে পন্ডিত গণ তা শুনে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন | সকলে স্বীকার করেছিলেন , বালকের মধ্য়ে দৈব শক্তি আছে |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সাধনার অবস্থায়ে ঠাকুর অনেক দিন, মা মা বলে কাঁদতে কাঁদতে গংগার তীরে গড়াগড়ি দিতেন | কখোন বা পাগলের ন্য়ায় ভাবে বিভোর হএ, মার সংগে কথা বলতেন | কখনো বা মার নৈবেদ্য় নিয়ে মুখে তুলেদিতেন |

লীলাপ্রসংগকার মতে ঠাকুর মন, হতে কান্চ্ন আসক্তি একেবারে দূর করবার জন্য়, কএকখন্ড মুদ্রা, মৃত্তিকার সংগে একত্রে হাতে নিএ, সদ বিচারে নিযুক্ত ছিলেন | সচ্চিদানন্দ ঈশ্ৱরকে লাভ করা, যে ব্য়ক্তি জীবনের উদ্দ্যেশ করেছে, তার নিকট মৃত্তিকা ও কান্চনের মূল্য় সমান, এই কথা দৃঢ ধারণার জন্য় তিনি বার বার টাকা মাটি, মাটি টাকা বলতে বলতে মৃত্তিকা ও মূদ্রা সকল গংগা গর্ভে বিসর্জন দিয়ে ছিলেন |

এই রূপে আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্ত, বস্তু ও ব্য়ক্তি সকলকে, শ্রী শ্রী জগদম্বার প্রকাশ ও অংশ রূপে ধারণার জন্য় কাগালিদের ভোজনাবশিষ্ট গ্রহণ পূর্বক, ভোজন স্থান পরিষ্কার করা, সকলের ঘৃণার পাত্র মেথর অপেক্ষা তিনি কোন অংশে বড় নন, এ কথা ধারণা পূর্বক, মন হতে, অভিমান অহংকার পরিহারের জন্য়, অশুচি স্থান ধোআ, আদি যে সকল অশ্রুতপূর্ব সাধনের কথা ঠাকুরের সম্বন্ধে শুনতে পাওআ যাএ, সেসকল এই কালে সাধিত হয়েছিল,

সাধন কালে প্রথম চার বছরে ইশ্ৱর দর্শনের জন্য়, অন্তরের ব্য়াকুল আগ্রহেই,
ঠাকুরের প্রধান অবলম্বন ছিল, এমন কোন লোক তাহার নিকট উপস্থিত হন নি, যিনি তাকে শাস্ত্র নির্দিষ্ট বিধিবধ পথে সুচালিত করে আধ্য়াত্মিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য় করবেন, সুতরাং সকল সাধন প্রণালীর অন্তর্গত, তার আগ্রহরূপ সাধারণ বিধি এক মাত্র অবলম্বন হএছিল, কেবল মাত্র উহার সহায়ে, ঠাকুরের জগদম্বা দর্শন লাভ হওআয়, এটি প্রমাণিত হএ, যে বায্য় কোন বিষয়ের সহায়তা না পেলেও, একমাত্র ব্য়াকুলতা থাকলে, সাধকের ইশ্ৱর লাভ হতে পারে,

প্রবীণ শক্তি সাধক শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্টাচার্যের কাছে শক্তি মন্ত্রে
ঠাকুর দীক্ষা নিএছিলেন, শোনা যাএ দীক্ষা নেবার পরেই, ঠাকুর ভাবাবেশে সমাধিস্থ হএ পড়েন | কিছুদিনের পরে দ্ক্ষিণেশ্ৱরে গংগা তীরে এক সাধিকা তান্ত্রীক ভৈরবী ব্রাহ্মণীর আবির্ভাব হলো, শ্রী শ্রী ঠাকুর, হ্রিদয়কে ঐ ব্রাহ্মণীকে ড়েকে আনতে বললেন, ব্রাহ্মণী প্রথম দর্শনেই বুঝতে পারলেন, দৈব নির্দেশেই এই যোগা যোগ হএছে, তার কাছে ঠাকুর তন্ত্র মতে দীক্ষা নিলেন, ক্রমে ক্রমে, তার নির্দেশে অচিরেই তন্ত্র সাধনাএ সিদ্ধি লাভ করলেন, শিষ্য়ের চরম উপলব্ধি স্ৱচক্ষে দেখে, ব্রাহ্মণী দৃঢনিশ্চয় হলেন, যে ঠাকুর অবতার পুরূষ, নর রূপে স্ৱয়ং নারায়ণ |

কিছুদিনের মধ্য়েই, তোতাপুরী নামে একজন বেদান্ত বাদী সন্য়াসী দক্ষিণেশ্ৱরে উপস্থিত হলেন, তোতাকে পেয়ে প্রভূ খুসি হলেন, তেমনিও তোতাপুরী প্রভূকে পেয়ে খুসি, জগন্মাতার অনুমতি নিয়ে ঠাকুর নির্গুণ নিরাকার সাধনায়ে রত হলেন, তোতাপুরীর কাছে গোপনে সন্য়াস নিলেন |

স্ৱামী সারদানন্দজী মহারাজ বলেন, ঠাকুর বলতেন ধ্য়ান করতে বসে, চেষ্টা করেও
মনকে নির্বিকল্প করতে বা নাম রূপের গন্ডি অতিক্রম করতে পারলাম না, অন্য় বিষয় হতে মন সহজে গুটতে পেরেছিল, কিন্তু শ্রী শ্রী জগদম্বার চিরপরিচিত, চিদঘন উজ্জ্ৱল মূর্তি জ্ৱলন্ত জীবন্ত ভাবে উদিত হয়ে, সর্বপ্রকার নাম রূপ ত্য়াগের কথা ভুলাতে লাগল, সিদ্ধান্ত বাক্য় সকল শ্রবণ পূর্বক ধ্য়ানে বসে জখন পরপর তিন দিন ঐরূপ হতে লাগল, তখন নির্বিকল্প সমাধি সম্বন্ধে এক প্রকার নিরাশ হোলাম, এবং চোখ খুলে তোতাকে বললাম, ...হলনা, মনকে সংপূর্ণ নির্বিকল্প করে আত্মধ্য়ানে মগ্ন হতে পারছিনা, ন্য়াংটা তখন বিষম উত্তেজিত হয়ে তিরস্কার করে বলল, ক্য়ুঁ হোগা নেহি, কি, হবে না, এত বড় কথা বলে, কুটীরের মধ্য়ে ইতস্তত নিরীক্ষণ করে, একটি ভগ্ন কাঁচ পেয়ে, তার সূচের

ন্য়ায় তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ, ঠাকুরের ভ্রূমধ্য়ে সজোরে বিদ্ধ করে বলল, ...এই বিন্দুতে মনকে গুটিএ আন, তখন পুনরায় দৃঢ সংকল্প করে ধ্য়ানে বসলাম, এবং জগদম্বার শ্রী মূর্তিকে মনে উদয় হবার মাত্র, জ্ঞানকে অসী কল্পনা করে ওর দ্ৱারা, ঐ মূর্তিকে মনে মনে দ্ৱিখন্ড করে ফেললাম, তখন আর মনে কোন, বিকল্প থাকল না, একেবারে হু হু করে সমগ্র নাম রূপ রাজ্য়ের উপরে উঠে গেল, এবং সমাধিমগ্ন হলাম |

তিন দিন অতিবাহিত হল, তথাপি ঠাকুর শ্রীমত তোতা পুরীকে দ্ৱার খুলে দেবার জন্য় আহ্ৱান করলেন না, তখন বিস্ময়ে ও কৌতুহলে, তোতাপুরী অসন ত্য়াগ করে, শিষ্য়ের অবস্থা জানতে দ্ৱার খুলে কুটীরে প্রবেশ করলেন, দেখলেন যেখানে ঠাকুরকে বসিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি সেখানেই বসে আছেন | দেহে প্রাণের প্রকাশ মাত্র নেই, কিন্তু মুখ প্রশান্ত, গম্ভীর, জ্য়োতি পূর্ণ, গুরু তোতাপুরী বুঝলেন, বহির্জগতের সম্বন্ধে শিষ্য় এখন মৃতকল্প, নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত, তার চিত্ত ব্রহ্মে লীন হয়ে অবস্থান করছে |

সমাধি রহসজ্ঞ তোতা স্থম্ভিত হয়ে ভাবলেন, যা দেখছি তা কি বাস্তবিক সত্য়,
চল্লিস বছরের কঠোর সাধনার পরে যে সমাধি অবস্থা জীবনে উপলব্ধি করেছিলাম, সেইটা কি এই মহাপুরূষ তিন দিনের মধ্য়ে আয়ত্ত করেনিতে পেরেছেন, সন্দেহের বশে তোতা আবার শিষ্য়ের শরীরে প্রকাশ লক্ষণ সব তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করলেন, হৃদয়ের স্পন্দন ও নাসিকা থেকে বায়ু বহির্গত হছে কি না, বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করলেন, ধীর স্থির কাঠের মত অচল ভাবে শিষ্য় বসেআছেন, গুরু বার বার শরীর স্পর্শ করলেও বিন্দুমাত্র বিকার ও চেতনা হল না, তখন বিস্ময়ে তোতা চিত্কার করে বললেন, এ ক্য়া দৈবী মায়া, সত্য় সত্য় সমাধি, অদ্ৱৈত মার্গের চরম ফল, নির্বিকল্প সমাধি তিন দিনে সম্ববপর হয়েছে,

অদ্ৱৈত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পরে শ্রী শ্রী ঠাকুর, অন্য়ান্য় ধর্ম মতের সাধনায়ে মন দেন, এই সময় গোবিন্দ রায় নামে ইসলাম সুফি সম্প্রদায় ভুক্ত প্রেমিক ফকীরের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে যথাবিধি ইসলাম ধর্ম সাধনা আরম্ভ করলেন, ঐ সময়ে তিনি আল্লা মন্ত্র জপ করতেন, কাছা খুলে কাপড় পরতেন, এবং নমাজ পড়্তেন, ঐ ভাবে তিনিদিন সাধনা করে ঐ মতের ফল সম্য়ক উপলব্ধি করেন,

একবার ফলহারীণি কালীপূজার গভীর রাত্রে, নিজ সহধর্মীণিকে ষোড়শী রুপে পূজা
করলেন, নিজের জপের মালা, সাধনার ফল আদিকে দেবীর পাদপদ্মে সমর্পণ করলেন, শ্রী শ্রী সারদা দেবীকে ষোড়শী রুপে পূজা করে নারীত্ত্ৱের চরম সার্থকতা, সেই পবিত্র মাতৃভাটিকে জগতের কাছে তুলেধরলেন, নারীকে মর্যাদা দান এবং নারী, সমাজে মাতৃভাব তুলে ধরতে না পারলে, সমাজের অগ্রগতী বা গৌরব লাভ সম্ভব নয়ে |

শাস্ত্রে আছে একং সদ বিপ্রা বহুধা বদন্তি, শ্রী রামকৃষ্ণ বিভিন্ন ধর্মমতের সাধনায়ে সিদ্ধিলাভ করে প্রমাণ করে গেলেন, ভগবান এক, উপাসনা পদ্ধতি ভিন্ন হতেপারে, আর মানব জীবনের চরম সার্থকতা ভগবান লাভ |

এই যুগের শ্রেষ্ঠ কর্ম সেবাধর্ম, নিপীডিত, শোক, দুঃখ কাতর নর রুপে নারয়ণ-ই প্রকাশ, এই রুপ ধারণ করে তিনি কৃপা করে আমাদের তার পূজার ও সেবার সুযগ দিয়েছেন |

শ্রীমত শংকরাচার্য একটি শ্লোকে বলেছেন, শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্য়ামি, য়দুক্তং গ্রন্থ কোটিভিঃ, ব্রহ্ম সত্য়ং জগত মিথ্য়া, জীবঃ ব্রহ্মৈব না পরঃ | ব্রহ্ম সত্য় জগত মিথ্য়া জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নয়ে, শ্রী শ্রী ঠাকুররে সেই একি অনুভূতি, একি উক্তি, জীব ই শিব, শিবকে দয়া কিরে, শিব জ্ঞানে জীবের সেবা কর |

ভগবান আছেন কি না এই প্রশ্নের উত্তরে, ঠাকুর নরেন কে বললেন, তোমাদের যেমন
দেখছি, যেমন কথা বলছি, এই রূপে ইশ্ৱরকে দেখাযায় ও তার সংগে কথা বলাযায়, কিন্তু ঐ

রুপ করতে চায় কে, লোকে স্ত্রী পুত্রের শোকে ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলে, বিষয় বা টাকার জন্য় তদ্রুপ করে, কিন্তু ইশ্ৱরকে পেলাম না বলে, ঐ রুপ কে করে, তাকে পেলাম না বলে যদি ঐ রুপ ব্য়াকুল হয়ে কেউ তাকে ড়াকে, তাহলে তিনি নিশ্চয় তাকে দেখা দেন, এই কথা শুনে নরেনের মনেহয়েছিল, তিনি অপর ধর্মপ্রচারকদের মত, কল্পনা বা রূপকের সাহাযে ঐ রূপ বলছেন না | সত্য় সত্য়-ই সর্বস্ৱ ত্য়াগ করে এবং সম্পূর্ণ মনে ইশ্ৱরকে ড়েকে, যা প্রত্য়ক্ষ দেখেছেন, তাই বলছেন |

ভগবানের স্ৱরুপ কি, ...তিনি সাকার আবার নিরাকার, যেমন সচ্চিদান্দ
সমুদ্র, ...কূল কিনারা নেই, ভক্তি হিমে, সেই সমুদ্রের স্থানে স্থানে বরফ হয়ে যায়, যেমন জল বরফ আকারে জমাট বান্ধে, ভক্তের কাছে তিনি কখন কখন, সাকার রূপ হয়ে দেখা দেন, আবার জ্ঞান সূর্য উঠলে সে বরফ গলে যায়, জল আবার নিরাকার বাষ্প হএযায় |

ব্রহ্ম সত্য় জগত মিথ্য়া, এই বিচারের পরে সমাধি হলে, রূপ টুপ উড়ে যায়, তখন আর ইশ্ৱরকে ব্য়ক্তি বলে বোধ হয় না | কি তিনি মুখে বলাযায় না, কে বলবে, যে বলবে তিনিই তো নেই, তার আমি অর খুজেপান না, তখন ব্রহ্ম নির্গুণ, তখন তিনি কেবল বোধে, বোধ হন, মন বুদ্ধির দ্ৱারা তাকে ধরা যায় না |

মাস্টার প্রশ্ন করেন, ইশ্ৱরকে কি দর্শন করা যায়? শ্রী রামকৃষ্ণ বললেন দেখা অবশ্য়-ই যায়, মাঝে মাঝে নির্জনে বাস, তার নাম গুনগান, বস্তু বিচার, এই সব উপায় অবলম্বন করতে হয়, ...ব্য়াকুল হয় কাঁদলে তাকে দেখাযায়, মাগ, ছেলের যন্য় লোকে এক ঘটি কাঁদে, টাকার যন্য় কেঁদে ভাসিয়েদেয়, কিন্তু ইশ্ৱরের জন্য় কে কাঁদছে, ড়াকার মত ড়াকতে হয়, ব্য়াকুলতা হলেই অরুণোদয় হয়, তারপর সূর্য দেখা দেবেন, ব্য়াকুলতা পরেই, ইশ্ৱর দর্শন, তিন টান একত্র হলে, তবে তিনি দেখা দেন, বিষয়ির বিষয়ের উপর, মায়ের সন্তানের উপর, আর সতীর পতীর উপর টান, এই তিন টান একত্র হলে, যদি কারো এক সংগেই হয়, সেই টানের জোরে ইশ্ৱর লাভ করতে পারে |

ইশ্ৱর দর্শনের অন্তরায় অহং, বিজয় বললেন কেন আমরা এরূপ বদ্ধ হয়ে আছি, কেন আমরা ইশ্ৱরকে দেখতে পাই না, ঠাকুর বললেন, জীবের অহংকার-ই মায়া, এই অহংকার সব আবরণ করে রেখেছে, আমি মলে ঘুচিবে জংজাল, যদি ইশ্ৱরের কৃপায়, আমি অকর্তা এই বোধ হয়েগেল, তাহলে সে ব্য়ক্তি জীবন মুক্ত হয়েগেল, আর তার ভয় নেই, এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্ৱরূপ, সামান্য় মেঘের জন্য় যেমন সূর্যকে দেখা যায় না, মেঘ সরে গেলেই সূর্যকে দেখা যায়, যদি গুরুর কৃপায় একবার অহং বুদ্ধি যায়, তাহলে ইশ্ৱরকে দর্শন হয়, আড়াই হাত দূরে শ্রী রামচন্দ্র, যিনি সাক্ষাত ইশ্ৱর, তার মধ্য়ে সীতা রূপীণি মায়া ব্য়বধান আছে বলে, লক্ষন রূপী জীব সেই ইশ্ৱরকে দেখতে পান না, এই দেখ আমি গামছা খানা নিয়ে মুখের সামনে আড়াল করছি, আমায় দেখতে পারছনা, তবু আমি এত কাছে, সেইরকম ভগবান সকলের চেয়ে কাছে, তবু এই মায়া আবরণের দরুণ তাকে দেখতে পাছিনা, জীব ত, সচ্চিদান্দ স্ৱরুপ, এতেই মায়া বা অহংকারে তাদের নানা উপাধি হয়ে পড়েছে, আর তারা আপনার স্ৱরূপ ভূলে গেছে |

বৈদ্য়নাথ নামে এক ভক্ত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, মহাশয় আমার এক সংদেহ আমার
আছে, এই যে লোকে বলে ফ্রি উইল, অর্থাত স্ৱাধীন ইচ্ছা, মনে করলে ভাল কাজ করতে পারি মন্দ কাজও করতে পারি, এটা কি সত্য়, ...সত্য় সত্য় কি আমরা স্ৱাধীন, শ্রী রামকৃষ্ণ বললেন, সকল-ই ইশ্ৱরাধীন, তার-ই লীলা, তিনি নানা জিনিস করেছেন, ছোট বড়, বলবান দুর্বল, ভাল মন্দ, ও সব তার মায়ার খেলা, যতখন ইশ্ৱরকে লাভ না হয়, ততখন আমাদের মনে হয় আমরা স্ৱাধীন, এ ভ্রম তিনি রেখেদেন, তা ন হলে পাপের বৃদ্ধি হত, পাপকে ভয় হত না, পাপের শাস্তি হত না, যিনি ইশ্ৱর লাভ করেছেন তার ভাব কি জান, আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর, তুমি ঘরণী, আমি রথ, তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি, যেমন বলাও তেমনি বলি |

এক জন ভক্ত ঠাকুরকে প্র|শ্ন করলেন, কাম কি করে যায়, ঠাকুর বললেন, ভগবত দর্শন
না হলে, কাম একেবারে যাএনা, ভগবানের দর্শন হলেও, শরীর যতদিন থাকে, ততদিন ওটা একটু আধটু থাকে, তবে মাথা তুলতে পারে না, আর তার নিকট খুব প্রার্থনা করবি, হরি নাম করবি, তার কথাই ভাববি, ও ভাব গুল এল কি গেল সেদিকে নজর দিসনা | তার পর ওগুল ক্রমে ক্রমে বান্ধ বান্ধবে |

জীবনের উদ্দেশ্য় কি, জীবনের উদ্দেশ্য় ইশ্ৱর লাভ, কর্ম ত আদি কান্ড, সেটা
জীবনের উদ্দেশ্য় হতে পারে না, তবে নিষ্কাম কর্ম একটা উপায়, উদ্দেশ্য় নয়, শম্ভূ বলেছিল, এখন এই আশীর্বাদ করুন, যে টাকা আছে সেগুলি যেন, সদব্য়য় যায়, হাসপাতাল ড়িসপেনসারী করা, রাস্তা ঘাট করা, কূঅ করা এই সব, আমি বললাম এই সব কর্ম, অনাসক্ত হয় করতে পারলেই ভাল, কিন্তু সে বড় কঠিন, আর যাই হোক, এটি যেন মনে থাকে আমার মানব জন্মের উদ্দেশ্য় ইশ্ৱর লাভ, হাসপাতাল আর ড়িসপেনসারী করা নএ | মনে কর, ইশ্ৱর তোমার সামনে এসে বললেন তুমি বর নাও, তুমি কি বলবে আমার কতগুল হাসপাতাল আর ড়িসপেনসারি করে দাও, না বলবে হে ভগবান তোমার পাদপদ্মে, যেন শ্রদ্ধা ভক্তি হয়, আর যেন তোমাকে সর্বদা দেখতে পাই, হাসপাতাল ড়িসপেনসারী এ সব অনিত্য় বস্তু, ইশ্ৱর বস্তু অর সব অবস্তু, তাকে লাভ হলে আবার বোধ হয়, তিনি কর্তা আর আমরা অকর্তা, তবে কেন তাকে ছেড়ে নানা কাজ বাড়িএ মরি, তাকে লাভ হলে, তার ইচ্ছায় অনক হাসপাতাল ড়িসপেনসারী হতে পারে | তাই বলছি কর্ম তো আদি কান্ড, কর্ম জীবনের উদ্দেশ্য় নয়, সাধন করে আরো এগিএ পড়, সাধন করতে করতে এগিএ পড়লে শেষে জানতে পারবে, ইশ্ৱর বস্তু, আর সব অবস্তু, ইশ্ৱর লাভ-ই জীবনের উদ্দেশ্য, তবে নিষ্কাম কর্ম বড় কঠিন, তাই ভক্তি করে ব্য়াকুল হয় তাকে প্রার্থনা কর হে ইশ্ৱর তোমার পাদপদ্মে ভক্তি দাও, আর কর্ম আমার কমিএ দাও, আর যেটুকু রাখবে, সে টুকু কর্ম যেন নিষ্কাম হয় করতে পারি,

আচ্ছা মৃত্য়ুর পর কি হয়, মায়া কি, এক জন মাড়োয়ারী ভক্ত জিগেস করলেন, ঠাকুর
বললেন, গীতার মতে মরবার সময় যা ভাববে তাই হবে, ভরত রাজা হরিণের কথা ভেবে ভেবে হরিণ হয়েছিল, তাই ইশ্ৱরকে লাভ করবার যন্য় সাধন করা চাই, রাত দিন তার চিন্তা করলে মরবার সময়েও, সেই চিন্তা আসবে, ... আচ্ছা বিষয়ে বৈরাগ্য় হএনা কেন, ঠাকুর বললেন এর-ই নাম মায়া, মায়াতে সতকে অসত, অসত কে সত বোধ হয়, পরব্রহ্ম নিত্য়, জগত সংসার অনিত্য়, মাড়োয়ারী ভক্ত বললেন, শাস্ত্র পড়ি ধারণা হয় না কেন, ...পড়লে কি হবে গো তাকে
ড়াক, ... এই সংসার কাঁটা গাছের মত, হাত দিলে রক্ত বেরয়, যদি কাঁটা গাছেরে বল ঐ গাছ পুড়ে গেল, তা কি ওমনি পুড়ে যাবে, জ্ঞানাগ্নি আহরণ কর, সেই আগুন লাগিএ দাও, তবে তো পুড়ে যাবে, কামিনী কাঁচন-ই তো মায়া, ওর ভেতর অনেক দিন থাক, হুস চলে যায়, মনে হয় বেশ আছি, মেথর গুএর ভাঁড় বয়, বয়িতে বয়িতে তার ঘেন্না থাকেনা, ইশ্ৱরের নাম গুন কীর্ত্তন করার অভ্য়াস করলে-ই, ক্রমে ভক্তি হয় |

আচ্ছা অনেকের তবে লাভ করতে এত দেরী হয় কেন, ঠাকুর বললেন, ভোগ আর কর্ম শেষ না
হলে ব্য়াকুলতা আসে না, বৈদ্য় বলে, ...দিন কাটুক, সামান্য় ওষুধে উপকার হবে, নারদ রামকে বললেন রাম, তুমি অযোধ্য়ায় বসে র-ইলে রাবণ বধ কি করে হবে, তুমি যে সেইজন্য় অবতীর্ণ হয়েছ, ...রাম বললেন, নারদ সময় হোক, রাবণের কর্ম ক্ষয় হোক, তবে তার বধের উদযোগ হবে |

সংসারে এত দুঃখ কেন, ...এ সংসার ত তার লীলা, লীলা খেলার মত, এ লীলাএ সুখ দুঃখ
পাপ পূণ্য় জ্ঞান অজ্ঞান ভাল মন্দ, সব-ই আছে, দুঃখ পাপ এসব গেলে, লীলা ত চলে না, চোর চোর খেলাএ বুড়িকে ছুঁতে হয়ে, খেলার গোড়াতে বুড়িকে ছুঁলে সন্তুষ্টি হয় না, ইশ্ৱর বুড়ির ইচ্ছে যে খেলাটা খানিকটা যেন চলে |

পরিবারদের ওপর কর্ত্তব্য় কতদিন, ...তাদের খাওয়া পরার কষ্ট না থাকে, সন্তান নিজে সমর্থ হলে আর তাদের ভার নেবার দরকার নেই, পাখির ছানা খুঁটে খেতে শিখলে, আবার তার কাছে এলে মা ঠোকর মারে,

অর্থ বৃদ্ধির চেষ্টা করা কি উচিত? ....বিদ্য়ার সংসারের জন্য় পারাযায়, বেশী উপায়ের চেষ্টা করবে, কিন্তু সদুপায়, উপার্জন করা উদ্দেশ্য নয়, ইশ্ৱরের সেবা করা-ই উদ্দেশ্য, টাকাতে যদি ইশ্ৱরের সেবা হয়, তবে সে টাকায়ে দোষ নেই |

ভগবান না কি দুটো সময় হাঁসেন, হেঁ ইশ্ৱর দুবার হাঁসেন, একবার হাঁসেন যখন দুই
ভাই জমি বখরা করে, দড়ি বেঁধে বলে, এদিক টা আমার, ও দিক টা তোমার, ইশ্ৱর তখন এই ভেবে হাঁসেন, ...আমার জগত, আর খানিকটা মাটি নিয়ে বলছে, অমার এদিক, আর ওদিক টা তোমার, ইশ্ৱর আর একবার হাঁসেন, ছেলের সংকটাপর্ণ অসুখ, মা কাঁদছে, বৈদ্য় এসে বলছে ভয় কি মা, আমি ভাল করব, বৈদ্য় জানেনা ইশ্ৱর যদি মারেন, কার সাধ্য় নেই রক্ষা করে |

সংসারী মানুষ কি ভাবে ভগবানকে পাবে, সংসারে থেকেও ভগবানকে পাওয়া যায়, অবশ্য়
ই পাওয়া যাএ, তবে যা বললুম সাধু সংগ, আর সর্বদা প্রার্থনা করতে হয়, তার জন্য় ব্য়াকুল হয় কাঁদতে হয়, সংসারে থাকবে বড়্লোকের ঘরের দাসীর মত, দাসী যেমন মনীবের ছেলেমেয়েদের মানুষ করে, নিজের ছেলে পুলের মত যত্ন করে, বলে আমার রাম, আমার হরি, কিন্তু মন টা পড়ে থাকে দেশের বাড়িতে, নিজের ছেলেমেয়েদের ওপর, সংসারে থাক তাতে দোষ নেই, সংসার তোমাতে না থাকলে-ই হোল, জলের ওপর নৌক থাকতে পারে, কিন্তু নৌকয়ে জল ঢুকলেই নৌক ড়ুবে যাবে, সংসারে থাকবে পাঁকাল মাছের মত, পাঁকাল মাছ যেমন পাঁকে থাকে কিন্তু গাএ পাঁক লাগে না |

কলীযুগে পক্ষে ভক্তি যোগ সহজ পথ, ভক্তি যোগ-ই যুগ ধর্ম, কর্ম যোগ বড় কঠিন,
প্রথমত আগেই বলেছি, সময় কো-ই, শাস্ত্রে যে সমস্ত কর্ম করতে বলেছে তার সময় কো-ই, কলিতে আয়ু কম, তার পর অনাসক্ত হয়ে ফলকামনা না করে কর্ম করা ভারী কঠিন, ইশ্ৱর লাভ না করলে, ঠিক অনাসক্ত হওআ যাএ না |